প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা: ১৮ জুন,

এশিয়ার তুলা গবেষণা ও উন্নয়ন নেটওয়ার্ক(এসিআরডিএন)এর তিন দিনব্যাপী ৬ষ্ঠ সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অদ্য ১৮ জুন, ২০১৪ তারিখ রোজ বুধবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রদান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল কটন এডভাইজারি কমিটি (আইসিএসি) এর টেকনিক্যাল হেড ড. রফিক চৌধুরী, এফএও এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিব জনাব মাইক রবসন এবং এশিয়ার তুলা গবেষণা ও সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক এর বর্তমান সভাপতি ড. আবিদ মাহমুদ।

প্রধান অতিথি বক্তৃতায় বলেন বাংলাদেশে বর্তমানে দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল হলো তুলা। প্রসিদ্ধ মসলিন কাপড় প্রাচীন বাংলায় তৈরি হত। যা পৃথিবী ব্যাপী বিখ্যাত ছিল। ঢাকা শহরের আশে পাশের অঞ্চলে মসলিন তৈরি হত, তার জন্য তুলা উৎপাদিত হতো ঢাকা শহরের আশেপাশে উচু জমিতে। ব্রিটিশ শাসন আমলে উনিশ শতকের প্রথম দিকে মসলিনের উৎপাদন বন্ধ হতে শুরু করে। তিনি আরো বলেন বাংলাদেশ বর্তমানে বায়োসেপটি আইন অনুমোদন করেছে। যার ফলে বিটি কটন এবং বিটি হাইব্রিট কটন বীজ প্রবর্তন করা সম্ভব। যেহেতু কটন খাদ্য দ্রব্য নয় এ কারনে সরকার সহজেই বিটি কটন চাষের অনুমতি দিয়ে উৎপাদন বাড়াতে পারে।

অনুষ্ঠানে মুলপ্রবন্ধে বলা হয বাংলাদেশ প্রতি বছর ৪০-৪২ লক্ষ বেল তুলা বিদেশ থেকে আমদানী করে। এতে প্রতি বছর প্রায় ১২০০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। ভিশন ২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে ১৫০০০ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করে ১০ লক্ষ বেল তুলা উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এতে বাংলাদেশ প্রতি বছর ৩০০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে সক্ষম হবে।

এশিয়ার তুলা উৎপাদন, গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য এশিয়ার তুলা গবেষণা ও উন্নয়ন নেটওয়ার্ক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই সভার মাধ্যমে এশিয়ার তুলা গবেষণা ও উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। সেই সাথে বাংলাদেশে তুলা গবেষণা, উন্নয়ন ও টেক্সটাইল সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সহ ১২টি দেশের তুলা গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৮.০৫.১৪

(বিবেকানন্দ রায়)
তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা
ফোনঃ ৯৫১৪৭৭৬